সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি

সম্প্রীতি বার্তা

মাল্টিস্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস

মাল্টি স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস) প্রকল্প শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়তার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রকল্পটি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ও ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) এর যৌথ অংশীদারিত্বে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেইন কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন ও নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সকলের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি জোরদার করাই এমআইপিএস প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এমআইপিএস প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে প্রথমবারের মতো এই ই-নিউজলেটারটি প্রকাশ করা হচ্ছে। এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এমআইপিএস প্রকল্পের প্রচেষ্টা, অর্জন, শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত হওয়ার গল্পগুলো তুলে ধরা হবে।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ-পিএফজি

ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ-ওয়াইপিএজি

ইন্টারফেইথ পিস প্ল্যাটফর্ম-আইএফপিপি

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS IFES

The Hunger Project. BANGLADESH

সহিংসতা প্রশমনে মানিকগঞ্জ পিএফজি ও ওয়াইপিএজি'র ভূমিকায় সন্তুষ্ট এফসিডিও প্রতিনিধি দল

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত মাল্টি স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস প্রকল্পের দাতা সংস্থা ফরেইন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস-এফসিডিও'র দুজন প্রতিনিধি এলি বোস্ট ও তাসনিম সিদ্দিক মানিকগঞ্জ সদরে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এসময় তারা কথা বলেন, পিএফজি ও ওয়াইপিএজি'র সদস্যদের সাথে। উভয় গ্রুপের সদস্যরা পেপার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রীতি স্থাপন ও সহিংসতা প্রশমনে কি কি ভূমিকা রেখেছেন তা অতিথিদের অবহিত করেন।

গত ২০ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিত এই মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমে এমআইপিএস প্রকল্পের পক্ষ থেকে অতিথিদের স্বাগত জানান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. নাজমুন নাহার নূর; এমএনই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট ফাতেমা মাহমুদা, জেন্ডার অ্যান্ড ইউথ এমপাওয়ারমেন্ট এক্সপার্ট শারমিন সুলতানা, ঢাকা এরিয়া কোঅর্ডিনেটর রাসেল আহমেদ ও ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর রিপন আচার্য।

ড. নাজমুন নাহার নূর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এমআইপিএস প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। সম্প্রীতি রক্ষায় পিএফজি ও ওয়াইপিএজি'র ভূমিকা ও উদ্যোগ সম্পর্কেও একটি ধারণা পান এফসিডিও প্রতিনিধিরা। মানিকগঞ্জ সদর পিএফজি ও ওয়াইপিএজি প্রতিনিধিদের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনায় সদস্যরা অতিথিদের জানান, এলাকায় সম্প্রীতি বজায় রাখতে ও এলাকাবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার কথা জানতে গত বছরের জুনে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থীদের নিয়ে সংলাপের আয়োজন করেছিল মানিকগঞ্জ সদর পিএফজি। যেখানে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহমত জানিয়েছিলেন প্রার্থীরা। পরবর্তীতে দুজন প্রার্থী তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও বিষয়টির উল্লেখ করেন। এই প্রথম উপজেলা নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী ইশতেহার দেয়ার নজির স্থাপন হলো যা পিএফজি আয়োজিত সংলাপেরই একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে এফসিডিও প্রতিনিধিদের অবহিত করেন, ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর রিপন আচার্য।

৫ আগস্ট ২০২৪ এ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশজুড়ে অস্থিরতার মাঝেও পিএফজি সদস্যদের তৎপরতায় মানিকগঞ্জ সদরে বড় ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে জানান, পিএফজি কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ ইকবাল খান। এছাড়াও তিনি জানান, হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের আয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছেন তারা। অন্য সদস্যরা বলেন, এ সব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বেড়েছে এবং এর ফলে দেশের সমৃদ্ধির স্বার্থে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার তাগিদ অনুভব করেন তারা।

ওয়াইপিএজি সদস্য রূপা সরকার এফসিডিও প্রতিনিধি দলকে জানান, এমআইপিএস প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও সভায় অংশ নেয়ার মাধ্যমে তার নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, সম্মিলিতভাবে কাজ করা আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ তৈরি হয়েছে।

এফসিডিও প্রতিনিধিরা শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় পিএফজি ও ওয়াইপিএজি সদস্যদের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর হলেন প্রশান্ত ত্রিপুরা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর হয়েছেন মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস এর প্রকল্প পরিচালক প্রশান্ত ত্রিপুরা।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করার পর ২০২৪ এর ডিসেম্বরে অধ্যাপক ড. বদিউল আলম মজুমদার অবসরে গেলে ছয় মাসের জন্য অন্তবর্তীকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পান প্রশান্ত ত্রিপুরা। সেই মেয়াদ শেষ হবার আগেই মে মাসে ঢাকা সফরে এসে গ্লোবাল অফিসের ডেপুটি সিইও জেনা রিক্যুবার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে প্রশান্ত ত্রিপুরার নাম ঘোষণা করেন। এছাড়াও ড. বদিউল আলম মজুমদার সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানান তিনি।

সংস্থা প্রধানের দায়িত্ব পেয়ে প্রশান্ত ত্রিপুরা সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

প্রশান্ত ত্রিপুরা দীর্ঘ ১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেয়ার, ইউএনডিপি, হেলভেটাস, সুইস ইন্টার কো-অপারেশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগে দশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পড়িয়েছেন বেসরকারি ব্র্যাক ও ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন

সহিংসতার ঘটনা এমআইপিএস কর্ম এলাকায় তুলনামূলক কম; রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ ফিরে আসার শঙ্কা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস) প্রকল্পের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে সৃষ্ট সহিংসতা প্রশমণ করে শান্তি ও স্থীতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে ২৭টি জেলার ৭৪টি উপজেলায় এই প্রকল্পের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করছে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) ও ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি)। পাশাপাশি বাংলাদেশে সহিংসতার চিত্র ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা পেতে প্রকল্পের আওতায় স্বাধীন গবেষকরাও কাজ করছেন।

১৩ মার্চ ২০২৫ এ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ আয়োজিত ‘Challenges and Opportunities for Peace Building in Bangladesh’ শীর্ষক সেমিনারে এমআইপিএস প্রকল্পের অধীনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অলটারনেটিভস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রিসার্চ ফেলো ড. ডেভিড জ্যাকম্যান পৃথকভাবে তাদের করা গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশীজনরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।

২০১২ সাল থেকে সহিংসতার উপর তথ্য উপাত্ত নিয়ে কাজ করা সেন্টার ফর অলটারনেটিভস-সিএ’র নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ তার প্রেজেন্টেশনে জানান, বাংলাদেশে সহিসংসতার ঘটনা জাতীয় নির্বাচনের সময়টায় তুলনামূলক বেশি ঘটেছে। গবেষণায় তারা পেয়েছেন, এমআইপিএস কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় সহিংসতার পরিমাণ এমআইপিএস বহির্ভূত এলাকার চেয়ে কম। তবে তিনি মনে করেন, সহিংসতা কম হওয়ার পেছনে এমআইপিএস প্রকল্পের শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার যে উদ্যোগ তার ভূমিকা কতটুকু তা জানতে আরও কাজ করা প্রয়োজন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ডেভিড জ্যাকম্যান ৫ আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের ১০টি উপজেলায় ঘুরে ১০০ জনের সাক্ষাৎকার নেন। । তিনি তার গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে বলেন, শুধু ক্ষমতার পালাবদলই হয়েছে; কিন্তু পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি গবেষণায় যুবকদের ও সংখ্যালঘুদের নানা সমস্যার উল্লেখের পাশাপাশি সিন্ডিকেট’র শক্তিশালী উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ ফিরে আসার শঙ্কাও প্রকাশ করেন এই গবেষক।

নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ’র জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ড. বদিউল আলম মজুমদার তার বক্তব্যে বলেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠনের সুযোগ কাজে লাগাতে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, কিছু ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন; কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন।তবে এগুলো কখনোই বাস্তবায়িত হবে না যদি যার যার অবস্থান থেকে সবাই সোচ্চার না হয়।

ড. বদিউল আলম মজুমদার আরও বলেন, গুজব সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। গুজব সহিংসতা বাড়ায় মন্তব্য করে তিনি তা প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ বা পিএফজি সদস্যরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার চিত্র এবং তা প্রশমণে তাদের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এফসিডিও’র গভর্নেন্স অ্যান্ড পলিটিক্যল টিম এর প্রধান টিমথি ডাকেট বলেন, যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল সহিংসতার ঘটনা তার চেয়ে কম ছিল। শান্তি রক্ষায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, সবাইকে ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখতে হবে।

এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও পিএফজি সদস্যরা। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন এমআইপিএস প্রকল্পের প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা। প্রকল্পের ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. নাজমুন নাহার নূর লুবনা এক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এমআইপিএস প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরেন। পুরো সেমিনার সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের এমএনই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট ফাতেমা মাহমুদা।

খুলনা জেলা সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের তাগিদ

সংঘাত পরিহার করে শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠন করা রাষ্ট্রের সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও ঐক্য ছাড়া সম্ভব নয়। গণমাধ্যমকর্মীরাও এ উদ্যোগের বাইরে নয়; বরং তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি, এই প্রতিপাদ্য নিয়ে মাল্টি স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি- এমআইপিএস প্রকল্প আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় এসব বিষয় উঠে আসে। খুলনার হেলাতলায় স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের শীর্ষ গণমাধ্যমের খুলনা জেলার সাংবাদিক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর মাসুদুর রহমান রঞ্জু।

মতবিনিময় সভায় এমআইপিএস এর ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. নাজমুন নাহার নূর লুবনা বলেন, সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন ও নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সকলের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি জোরদার করাই এমআইপিএস প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের ২৭ টি জেলার ৭৪টি উপজেলা এমআইপিএস কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি সাংবাদিকবৃন্দও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। তাদের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার লক্ষ্যেই এই মতবিনিময় সভার আয়োজন বলে উল্লেখ করেন ড. লুবনা। খুলনা জেলা প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক এনামুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে সাংবাদিকরা শান্তি রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে। দৈনিক মানবজমিনের সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় দরকার। পাশাপাশি সকল পক্ষের অংশগ্রহণে সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানান তিনি। এমআইপিএস প্রকল্প রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা নিয়ে কাজ করলেও মাদক ও কিশোরগ্যাং ইস্যু যুক্ত করার পরামর্শ দেন এনটিভির সাংবাদিক আবু তৈয়ব।

বিদ্যমান বিশৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য প্রদান, তথ্য যাচাইয়ে সহযোগিতা ও সাংবাদিকদের পেশাদারিত্ব অর্জনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করাসহ নানা প্রস্তাবনা উঠে আসে মতবিনিময় সভা থেকে। মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র এরিয়া কোঅর্ডিনেটর রাজু জবেদ।

পিএফজি নারী কোঅর্ডিনেটর শারমিন আঁখি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে পাশে চান

সাফল্যের গল্প

শারমিন আক্তার আঁখি রূপসা উপজেলা পিএফজি কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করছেন। খুলনা, যশোর ও বরিশাল এই তিন অঞ্চলে তিনিই প্রথম পিএফজি'র নারী কোর্ডিনেটর। আঁখি মনে করেন নেতৃত্বের সহজাত গুণাবলী নিয়ে তিনি জন্মেছেন। বর্তমানে বিএনপি'র রাজনীতির সাথে যুক্ত; আছেন থানা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে। তিনি মনে করেন, নেতা তৈরি হয় না; নেতা জন্ম নেয়।

৫ আগস্ট ২০২৪ এর পরে দেশব্যাপী যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল; তাতে রূপসায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় জোরদার ভূমিকায় দেখা গেছে আঁখিকে। নিজের দল নিয়ে গোটা এলাকা টহল দিয়েছেন যেন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

তাঁর এলাকার একটি স্কুলের আওয়ামী লীগ পন্থী প্রধান শিক্ষিকা জনরোষে পড়েছেন এ খবর শুনে সেখানে গিয়েছেন; জনতার অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাকে। শুধু তাই নয়; দুই ভাইয়ের জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ মিটমাট করে সম্ভাব্য সংঘাত এড়িয়েছেন এই পিএফজি কোঅর্ডিনেটর।

আঁখি বলেন, বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা যেভাবে অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন; তিনি চান না; ভবিষ্যতে আবার এমনটা হোক। আঁখি জানান, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে ও দেশের অগ্রগতির স্বার্থে দল-মত নির্বিশেষে উন্নয়নমূলক কাজে অংশীদার হতে চান শারমিন আক্তার আঁখি আর এতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পাশে থাকবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টায় দিরাই পিএফজি'র ভূমিকার প্রশংসা

দ্বন্দ্ব প্রশমন করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনের জন্য দিরাই পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সঞ্জীব সরকার। তিনি বলেন, উপজেলার রায়বাঙ্গালী গ্রাম সহ বিভিন্ন গ্রামে পুরোনো বিরোধ মিমাংসা ও সালিসের মাধ্যমে গোষ্ঠীগত সংঘাত সমাধানে দিরাই পিএফজি যে ভূমিকা নিয়েছে তা প্রশংসনীয়।

২৮ মে ২০২৫, বুধবার সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা কৃষি অফিসের হলরুমে পিএফজি'র আয়োজনে অংশীজনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক মতনিবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিরাই ইউএনও আরও বলেন, এখানে যাতে কোনো সংঘাত না হয় সেজন্য পিএফজি তৎপর থাকে। যদি সংঘাত লেগেও যায়; তার সমাধানেও জোরালো ভূমিকা রাখেন সংগঠনটি। এমন মহতী উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনও জানান তিনি।

বাংলাদেশ সফরে গ্লোবাল ডেপুটি সিইও জেনা রিক্যুবার

কার্যক্রমে আনন্দিত; বললেন, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গ্লোবাল অফিসের ডেপুটি সিইও জেনা রিক্যুবার। ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বৈঠক করা ছাড়াও রংপুরের কয়েকটি গ্রামে একাধিক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি। কথা বলেন, প্রকল্পের অংশীজন কয়েকজন প্রান্তিক মানুষের সাথেও। ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প শুনে অভিভূত হন জেনা; ধন্যবাদ জানান, প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের।

বৈশ্বিক জোট বা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর সাসটেইনেবল নিউট্রিশন-জিএএসএন প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে ভিডিটি সদস্যরা ডেপুটি সিইওকে জানান, প্রায় সাত লাখ মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। বর্তমানে ৫০০টি মাদার্স ক্লাব কাজ করেছে এবং ১৫০ জনকে পুষ্টি উদ্দিপকের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে কিভাবে প্রশিক্ষণার্থীরা ক্ষুধা ও দারিদ্রকে জয় করেছে; একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন সাফল্যের গল্পও শোনেন জেনা রিক্যুবার। সানন্দে ছবিও তোলেন

বাংলাদেশ সফরের দ্বিতীয় দিন ঢাকা অফিসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে মাল্টি স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস'র প্রকল্প পরিচালক প্রশান্ত ত্রিপুরা'র নাম ঘোষণা করেন তিনি।

এছাড়াও ঢাকা অফিসের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, আঞ্চলিক সমন্বয়নকারী, বিভিন্ন প্রকল্পের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বৈঠক করেন জেনা। বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি, তহবিল পাওয়ার চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশে চলমান কার্যক্রমসহ নানা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এসব বৈঠকে।

সফরের তৃতীয় দিনে রংপুরে কয়েকটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে যান জেনা রিক্যুবার। কথা বলেন প্রকল্পের কয়েকজন অংশীজনের সাথে। দিনের শুরুতে তিনি কথা বলেন, রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের গ্রাম উন্নয়ন দল বা ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট টিম এর সদস্যদের সাথে । টেকসই পুষ্টির লক্ষ্যে তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের সাথে। একই গ্রামে মা ও শিশুদের পুষ্টি কার্যক্রম নিয়ে একটি উঠোন বৈঠকেও অংশ নেন তিনি। মাতৃকণা ও পুষ্টিকণা কিভাবে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতিরোধ এবং সুস্থ শিশুর জন্ম ও বেড়ে ওঠায় ভূমিকা রেখেছে সে গল্প শোনেন। ২২ হাজারেরও বেশি মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস মা ও শিশুদের দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয় জেনা'কে। কমিউনিটি সদস্যরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশার কথা তাঁর কাছে তুলে ধরেন।

এছাড়াও পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ-পিএফজি ও ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ-ওয়াইপিএজি সদস্যদের সাথেও কথা বলেন জেনা রিক্যুবার।

রংপুর সফরে সার্বক্ষণিকভাবে সাথে ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ডিরেক্টর জমিরুল ইসলাম ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টরড. নাজমুন নাহার নূর। পুরো সফর সমন্বয় করেন রংপুর অঞ্চলের রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর রাজেশ দে।

গ্লোবাল ডেপুটি সিইও তার বাংলাদেশ সফরের শেষ দিনে ঢাকা অফিসের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই, দারিদ্র বিমোচন ও কমিউনিটি পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক খাতে সংযুক্ত হওয়ার যে চিত্র তিনি মাঠ পর্যায়ে পেয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, বাংলাদেশ হাঙ্গার প্রজেক্টের অন্য দেশগুলোর কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

কক্সবাজারের চকরিয়ায় গঠন করা হলো নারী শান্তি সহায়কদের প্লাটফর্ম (ওয়েভ)।

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা পরিহার ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বানে আলোচনা সভা করেছে বাগেরহাট সদর পিএফজি।

শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার আহ্বানে মেহেরপুর পিএফজি'র আয়োজনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত।

ফেনী সোনাগাজী ওয়াইপিএজি'র ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত।

হবিগঞ্জ ওয়াইপিএজি'র জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

গাইবান্ধা সদর পিএফজি ও ওয়াইপিএজি এর যৌথ উদ্যোগে বোয়ালী ইউনিয়নের পেয়ারাপুর রবিদাস পাড়ায় সহিংসতা নিরসনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

ত্রিশাল পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ'র তিনদিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

সংঘাত নয়; শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি স্লোগানে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে শায়েস্তাগঞ্জ পিএফজি। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ধর্মীয় নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা

রাজশাহীর তানোর উপজেলা পিএফজি'র ত্রৈমাসিক সভা।

ফেনীর পরশুরাম

উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মুজিবনগর পিএফজি'র উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমঙ্গল পিএফজি'র উদ্যোগে মির্জাপুর চা বাগানে সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করা হয় ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্রত নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যাত্রা শুরু হয়। ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার ২২টি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৯১ সালে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে।

লক্ষ্য

- তৃণমূলের জনগণকে ক্ষমতায়িত ও সংগঠিতকরণ
- নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়িত করা
- স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ
- অ্যাডভোকেসি/সামাজিক জোট গঠন

মাল্টিস্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস

Districts	Upazila	Districts	Upazila	Districts	Upazila	Districts	Upazila
Manikganj	1	Meherpur	2	Naogaoan	6	Sunamganj	5
Munshigonj	2	Jashore	2	Bogra	2	Mymensingh	2
Narsingdi	2	Jhalokathi	1	Natore	1	Kishorgonj	3
Comilla	1	Bagerhat	5	Rajshahi	9	Bandarban	2
Feni	6	Khulna	3	Moulvibazar	2	Rangamati	2
Chattogram	1	Satkhira	2	Habiganj	2	Khagrachari	2
Cox's Bazar	4	Rangpur	2	Brahmanbaria	1		
Kushtia	1	Gaibandha	3	Sylhet	3		

এমআইপিএস কর্মএলাকা

বিভাগ	উপজেলা
ঢাকা/চট্টগ্রাম	১৮
সিলেট/ময়মনসিংহ	১৭
খুলনা/বরিশাল	১৬
রাজশাহী/রংপুর	২৩
মোট	৭৪

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

হেরাল্ডিক হাইটস (লেভেল-৭), ২/২, ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

০২২২২২৪৩৯৫৫, ০২২২২২৪৩৯৫৬ infobd@thp.org

thp.org | thpbd.org facebook.com/THP-Bangladesh